Heritage

বৌঙ অশোক কততা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন?

রঞ্জনা গাঙ্গুলি (মুখার্জ্জী)

অ্যাসিস্তেন্ত প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, দুর্গাপুর সরকারী কলেত

রাত্র হিসাবে অশোক এক বিরাত সাম্রাত্য শাসন করতেন। আবার মানুষ হিসাবে নিত্তেকে একতি ধর্মসঙ্গত রাত্য প্রতিষ্ঠার তন্য উৎসর্গ করেন। মানবিক ক্ষেত্রে প্রচুর সেবা মূলক কাত্তের প্রয়াসও করেন তিনি।

অশোক তাঁর ব্যক্তিগত ত্রীবনেতিহাস এবং বাণী ৩৫ তি প্রস্তর ও স্তম্ভলেখের মাধ্যমে প্রচার করেন। তাই অশোকের ইতিহাস তনার তন্য এগুলি গুরুত্বপূর্ণ নথি। পালি ও সংস্কৃত ভাষায় যে বৌঙ গ্রন্থ গুলি আছে তা থেকে অশোকের বংশ পরিচয় এবং প্রাক্ত্রীবন সম্পর্কে তনা যায়। এই গ্রন্থ গুলি অনুসারে অশোকের আঠাশ বছর বয়সে তাঁকে তাঁর পিতা বিদিশা নামক প্রধান শহরযুক্ত অবন্তী অঞ্চলের শাসক হিসাবে নিয়োগ করেন। *দিব্যাবদান* গ্রন্থ অনুসারে অশোককে তক্ষশীলায় বিদ্রোহ দমনের তন্য প্রেরণ করা হয়। তবে মনে হয় বিণ্ডুসারের অসুস্থতার খবর পেয়ে অশোক পাতলিপুত্রে ফিরে আসেন এবং মগধের সিংহাসন দখল করেন। এই সিংহাসন অধিগ্রহনের তন্য তাঁকে এক ভয়ঙ্কর যুণ্ডের সম্মুখীন হতে হয়, যাতে তিনি তাঁর সমস্ত বৈমাত্রেয় ভাইদের হত্যা করেন। কেবলমাত্র অশোক তাঁর বৈপিত্র ভ্রাতা তিসসকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে উপরাত্তর পদে অভিষিক্ত করেন। এরপর অশোক বৌঙ মতের প্রতি আকৃষ্ট হন। যদিও অশোক সম্পর্কে এই হত্যাসংক্রান্ত বৃত্তান্ত ভিন্সেন্ত স্মিথ অগ্রাহ্য করেছেন।

মাস্কি শাসনোক্ত ‘সংঘম উপগতে’ এই বাক্যাংশের মাধ্যমে অশোক নিত্তের ত্রীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় অথ্যাৎ উপাসক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন বলে পন্ডিতরা মনে করেছেন। উপাসক অবস্থা মোতামুতি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যূহলার, ফার্ণ প্রভৃতিরা মনে করেছেন অশোক কিছুদিনের তন্য রাত্তপদ ত্যাগ করে সন্ন্যাস ত্রীবন ধারণ করেন। ভান্ডারকরের মতে এই ‘সংঘম উপগতত্ব’ অশোকের ত্রীবনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্পূর্ণ সময় ধরে চলেছিল। তিনি মনে করেছেন অশোক এক বছর ধরে সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সন্ন্যাসী হিসাবে নয়, উপাসক হিসাবে। উপাসক বলতে বুঝতে হবে একনিষ্ঠ ভক্ত। ক্রমে ক্রমে তাঁর শ্রঙা গাঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং তিনি বৌঙ ধর্মে একনিষ্ঠ বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।

বৌঙ ধর্মের প্রতি অশোকের যে একনিষ্ঠতা তার ফলেই তাঁর মধ্যে সহিষুতা তগ্রত হয়, কারণ বৌঙ ধর্মের মূল কথাই হল সহিষুতা। এর প্রমাণ হিসাবে বলা যায় তিনি নিতে বৌঙ ধর্মের প্রতি গাঢ়ভাবে আসক্ত হলেও কোনো মানুষের উপর নিত ব্যক্তিগত মত চাপিয়ে দেন নি। দ্বিতীয়তঃ তিনি রাত্তকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দাবীর মধ্যে বৈষম্য ঘতান নি। এ তথ্য গুহাবাসী আত্রীবিকদের প্রতি দান থেকে প্রমাণিত হয়। মনে হয় তাঁর পিতৃপুরুষের থেকে তিনি এই পক্ষপাতিত্ব বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। *মহাবংশতীকা* অনুসারে অশোকের মাতার পিতৃকুলের গুরু ছিলেন তনসান নামক এক আত্রীবিক। (১) যদিও এ কথা ঠিক যে তিনি বৌঙ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ, আত্রীবিক, নিগ্রন্থদের আগ্রহগুলির প্রতি সমান নতর দিতেন। সেই তন্যই তিনি ধর্মমহাপাত্র পদের সৃষ্টি করেছিলেন। তৃতীয় ও নবম প্রস্তরলেখে তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের প্রতি তদার্য প্রদর্শন ও সমান ব্যবহার করার কথা বলেছেন - ‘সাধু মাতরি চ পিতরি চ সুসূর্সা মিতা সংস্তুত-এতত্রাতীনং বামহণসমণানং সাধু দানং তততততং’ (২) অশোক তাঁর ধর্মযাত্রার একতি অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্যান্য লেখে তিনি স্পষ্টভাবে প্রতিতি সম্প্রদায়ের প্রতি দান দক্ষিণার মাধ্যমে শ্রঙা প্রদর্শনের কথা বলেছেন।

এ ক্ষেত্রে অন্য আর একতি বিষয়ের কথা বলা যায়। ব্রহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত পশুযাগ তিনি নিষিঙ করেন। অশোকের লেখগুলিতে উপনিষদের শিক্ষার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় বলে পন্ডিতরা মনে করেন। উপনিষদে পরাবিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এই আত্মাকেই একমাত্র সত্যি এবং বাকী সবকিছুকে মিথ্যা অর্থাৎ অপরাবিদ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অশোকের ধর্মের মধ্যে ‘অপরিস্রবম্’ কে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে, ‘অপরিস্রবম্’ কথাতির অর্থ হল পাপ থেকে মুক্তি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আঠারো ধরণের পাপের কথা এবং বিয়াল্লিশ রকমের আশ্রবের কথা তৈন ধর্মে বলা হয়ে থাকে। তার মধ্যে তিনতি অর্থাৎ ক্রোধ, মান এবং ঈর্ষার কথা অশোক তাঁর লেখে ‘অসীনভগামীনির’ মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তৈন গ্রন্থ *‘প্রশ্নব্যাকরণসূত্র’* অনুসারে আশ্রব হল পাঁচ প্রকারের - হিংসা, মৃষাবাদ, অদত্তদ্রব্যগ্রহণম্, অব্রহ্মাচর্য এবং পরিগ্রহ। আশ্রব ‘ভবহেতু’ এই নামেও অভিহিত হয়। বৌঙ ধর্মেও আশ্রবের তালিকা আছে - কামাসব, ভবাসব, অবিজ্জাসব এবং দিঠ্‌তাসব। অশোক এ ক্ষেত্রে বৌঙ অপেক্ষা তৈন ধর্মকেই সমর্থন করেছেন। ডঃ ডি আর ভান্ডারকর বলেছেন অশোক তাঁর লেখ রচনার ক্ষেত্রে তৈন গ্রন্থ থেকে অনেক শব্দ যেমন ত্রীব, পাণ, ভূত, তত ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন। এভাবে অশোক যে তাঁর লেখতে বলেছেন তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌঙ মত এবং তৈনমত থেকে সার বক্তব্য গ্রহণ করেছেন, তাঁর ধর্মের সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হল।

অশোক তাঁর বার নং প্রস্তরলেখতে বিভিন্ন মতের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা পোষণ করেছেন। অশোক বলেছেন যে কোনো ব্যক্তির কেবলমাত্র তার নিত্তধর্মের প্রতিই নয় অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সমান শ্রঙা বত্তয় রাখা উচিৎ। সেত্যন্য সবথেকে যেতা গুরুত্বপূর্ণ তা হল

বাক্‌সংযম - 'দেবানং প্রিয়ো মএততি যথ কিতি স(ল) বটি সিয় সব্র প্রপংডনং সল-বটি তু বহুবিধ। তস তু ইয়ো মুল যং বচোগুতি।' (৩) তিনি চেয়েছেন মানুষের উচিৎ সকল ধর্মের কথা শোনা, কারণ প্রতিতি মতেরই কিছু অন্তর্নিহিত শিক্ষা থাকে যা তনকল্যাণের কথাই নির্দেশ করে। স্মিত মনে করেন যে অশোকের ধর্মমত এবং হিণ্ডু ধর্মের মূল কথার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। (৪) ডঃ ডি আর ভান্ডারকর মনে করেন যে বৌঞ *ধম্মপদে* ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থ যেমন *মহাভারতের* অনেক পাঠ্যাংশ লক্ষ্য করা যায় তা ছাড়াও ধম্মপদকে সম্পূর্ণভাবে বৌঞগ্রন্থ বলা যায় কিনা সে বিষয়েও সণ্ডৈহ আছে।

এ সমস্ত তথ্য থেকে একতা প্রশ্ন উঠে আসে যে অন্যান্য ধর্মমতের প্রতি অশোকের প্রকৃত মত কি ছিল? সপ্তম প্রস্তরলেখতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে প্রতিতি মতেরই লক্ষ্য হল আত্মসংযম এবং আত্মশুঞি। তিনি আরও বলেছেন যে, যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর রাতত্বের যেকোনো স্থানেই থাকতে পারে। তিনি ধর্মমহাপাত্রদের নিয়োগ করেছিলেন সব সম্প্রদায়ের প্রতিই আধ্যাত্মিক মঙ্গলবিধান করার তন্য। শুধুমাত্র বৌঞ সংঘের প্রতিই নয়, নির্গন্থ, ব্রাহ্মণ, আত্তীবিক সকলের প্রতিই এই মঙ্গলবিধান বিধেয়।

একতন প্রকৃত রাতর মত তিনি তাঁর সকল প্রতর মঙ্গলবিধানে, সুখবিধানে ব্রতী ছিলেন। তিনি তাঁর সাম্রাতের সর্বত্র মনুষ্যচিকিৎসা এবং পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, কূপখননের ব্যবস্থা করেন যা পশু এবং মনুষ্য উভয়ের তন্যই উপকারী। এই সব সামাতিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর প্রতরা কে কোন সম্প্রদায়ের তা তনার প্রয়োতন তিনি অনুভব করেন নি।

এত পর্যন্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে অশোক নিতে বৌঞ ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর ধর্মনীতি নিছক বৌঞ ধর্মের সমার্থক নয়, বৌঞ ধর্মের প্রতিফলনও নয়। বৌঞ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও এ ক্ষেত্রে দেখা যায় না। রাধাগোবিণ্ড বসাক অবশ্য অভিমত দিয়েছেন যে অশোকের ধর্মনীতির যে সার্বতনীনতা তার অনুরণন পাওয়া যাবে *ধম্মপদের* উপদেশাবলীতে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরির ধারণা এ ক্ষেত্রে ভিন্নতর। সকল ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ক্রিয়াকলাপের ভিত্তি হল সুনীতি। (৫) ধর্মনীতির মাধ্যমে অশোক সংকীর্ণ ধর্মসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও গোষ্ঠীবঞ তার উর্ধে উঠতে চাইছিলেন। এই কারণে তাঁর ধর্মনীতির পরিসর এততাই বিস্তৃত, যাতে তার আদর্শগুলি কোনো সামাতিক, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কাছেই আপত্তিকর হয়ে না ওঠে।

সুতরাং এ সিঞান্ত নেওয়া যায় যে অশোক নিতেবৌঞ ধর্মাবলম্বী হলেও রাত্র হিসাবে তথা মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে ধর্মনিরপেক্ষ।

উল্লেখপঞ্জী

১। মুখার্জ্জী আর কে, অশোক, পৃ ৬৪
২। সরকার ডি সি, সিলেক্ট ইন্সক্রিপসন্স, পৃ ১৯
৩। পূর্ববৎ, পৃ ৩২
৪। ভান্ডারকার ডি আর, অশোক, পৃ ১০৬
৫। চক্রবর্তী রণবীর, ভারতের ইতিহাসের আদিপর্ব, পৃ ২০৯

গ্রন্থপঞ্জী

১। চক্রবর্তী রণবীর,(২০০৭) ভারতের ইতিহাসের আদিপর্ব, খন্ড ১, কলকাতা, ওরিয়েন্তাল লংম্যান।
২। ভান্ডারকার ডি আর,(১৯৬৯) অশোক, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ওরিয়েন্তাল লংম্যান।
৩। মুখার্জ্জী আর কে,(১৯৮৯) অশোক, দিল্লী , মোতিলাল বাণারসীদাস।
৪। বরুয়া বি এম, (১৯৯০) অশোক, খন্ড ২, কলকাতা, সংস্কৃত কলেত।
৫। সরকার ডি সি, সিলেক্ট ইন্সক্রিপসন্স, খন্ড ২।